পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার সরকারী প্রকল্পের প্রেক্ষাপটে নারীর শিক্ষা, ক্ষমতায়ণ ও আর্থ – সামাজিক অবস্থা

গবেষণা পত্রের সংক্ষিপ্তসার

Synopsis

গবেষিকা

নিলুফা ইয়াসমিন

Registration no. A00ED0402019

তত্ত্বাবধায়ক

ড. দেবাশিস মৃধা

শিক্ষা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা

২০২৫

অধ্যায় পরিকল্পনা (Chapter Plan)

অধ্যায় I	ভূমিকা (Introduction)
অধ্যায় II	সমপর্যায়ের গবেষণার পর্যালোচনা (Review of Related Literature)
অধ্যায় III	গবেষণা পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালী (Method and Procedure)
অধ্যায় IV	তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা (Data Analysis and Interpretation)
অধ্যায় V	সারাংশ ও আলোচনা (Summary and discussion)

অধ্যায় I:

INTRODUCTION

ভূমিকা (Introduction):

নারীর ক্ষমতায়ণ বর্তমান বিশ্বে একটি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। এটি কোনো একক কর্মসূচি নয়, বরং একটি ধারাবাহিক ও বহুস্তরবিশিষ্ট প্রক্রিয়া, যার লক্ষ্য নারীকে এমনভাবে শক্তিশালী করে তোলা যাতে নারী নিজের জীবন, পরিবার ও সমাজে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান লাভ করতে পারেন এবং সামাজিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। নারীর ক্ষমতায়ণের মূল চাবিকাঠি হলো শিক্ষা, যা একজন নারীর চিন্তাধারা, আত্মবিশ্বাস, অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এবং আত্মনির্ভরতার ভিত্তি গড়ে তোলে। নারীর ক্ষমতায়ণ মানে শুধু তার স্বাধীনতা নয়, বরং এটি একটি পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নের নিশ্চিত পথ। কারণ, একজন নারী পরিবারে অর্থনৈতিক অংশীদার হতে পারেন এবং সামাজিক পরিবর্তনের বাহক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারেন।নারীর ক্ষমতায়ণ বলতে বোঝায় নারী নিজের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করেছে—শিক্ষার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস, অর্থনৈতিক সহায়তার মাধ্যমে স্বাধীনতা, এবং সামাজিক মর্যাদার মাধ্যমে আত্মমর্যাদা।

নারীর ক্ষমতায়ণ ও শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে বহু শিক্ষাবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী মূল্যবান মত প্রদান করেছেন, যেগুলি বর্তমান গবেষণার প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ভারতবর্ষে নারী উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত করে দেখা হয়েছে। ডঃ এ.পি.জে. আব্দুল কালাম বলেছিলেন, “Empowering women is a prerequisite for creating a good

nation, when women are empowered, society with stability is assured." অর্থাৎ, একটি উন্নত জাতি গঠনের জন্য নারীর ক্ষমতায়ণ অপরিহার্য এবং এটি সমাজে স্থিতিশীলতা আনে।

শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রেইরি তার শিক্ষার দর্শনে বলেছেন, "Education is a practice of freedom." তার মতে, শিক্ষা মানুষকে আত্মসচেতন করে তোলে এবং আত্মমর্যাদার পথে পরিচালিত করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর শিক্ষা শুধু তথ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সেটি জীবনের সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা তৈরি করে। অমর্ত্য সেন তার 'Capability Approach'-এ উল্লেখ করেছেন, "Development consists of the removal of various types of unfreedoms that leave people with little choice and little opportunity." নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুযোগের মাধ্যমে তারা নিজের জীবনের বিকাশ ঘটাতে পারে—এইটাই হলো প্রকৃত উন্নয়নের দিক।

স্বামী বিবেকানন্দ নারী শিক্ষার গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন, "There is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly on one wing." তার এই মন্তব্য সমাজে নারীর অবস্থানকে সমান মর্যাদায় উন্নীত করার আহ্বান। অর্থাৎ নারীর উন্নতি ছাড়া সমাজ ও জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নারীদের জন্য যে প্রকল্পগুলি গ্রহণ করেছে, তা কেবলমাত্র প্রশাসনিক উদ্যোগ নয়, বরং সমাজ পরিবর্তনের এক মৌলিক প্রয়াস। এই প্রকল্পগুলি কীভাবে মুর্শিদাবাদ জেলার নারীদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি, বাল্যবিবাহ হ্রাস, আত্মনির্ভরতা ও সচেতনতার বৃদ্ধি ঘটিয়েছে তা পরিসংখ্যান ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার আলোকে বিশ্লেষণ করা হবে।

এই সমস্ত দার্শনিক ও শিক্ষাবিদদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, নারীর ক্ষমতায়ণ কেবল একটি আর্থ-সামাজিক বা প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়; বরং এটি একটি গভীর নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার মতো পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে যখন সরকার নারী শিক্ষার জন্য 'কন্যাশ্রী', যাতে তাদের কম বয়সে বিয়ে না দেয় তার জন্য'রূপশ্রী', আর্থিক স্বনির্ভরতার জন্য 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' প্রকল্প চালু করে, তখন তা শুধু প্রশাসনিক কর্মসূচি থাকে না—তা হয়ে ওঠে এক সামাজিক বিপ্লবের সূচনা। এই গবেষণা সেই বিপ্লবের অগ্রগতি, প্রভাব ও সীমাবদ্ধতাকে অনুধাবন করার একটি চেষ্টা। নারী যখন শিক্ষিত ও আত্মনির্ভর হলে, তখন সমাজের ভিত্তি শক্তিশালী হয়। তাই শিক্ষাবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ণের চেষ্টা একটি জাতির উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা উচিত।

নারীর ক্ষমতায়ণ একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া যা নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষাগত দিক থেকে স্বনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জীবনযাপন করার সক্ষমতা প্রদান করে। একটি দেশের বা সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের চিত্র নির্ভর করে সেই সমাজে নারীরা কতটা শিক্ষা ও ক্ষমতায়ণে অগ্রসর হয়েছে তার উপর। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো বহুবর্ণময় ও বৈচিত্র্যময় দেশে নারীর উন্নয়ন শুধু একটি সামাজিক বা নৈতিক দায়িত্ব নয়, বরং এটি একটি আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ণ তখনই বাস্তবায়নযোগ্য হয়, যখন সে শিক্ষায় অগ্রসর, আর্থিকভাবে স্বনির্ভর, স্বাস্থ্য সচেতন এবং সমাজে সম্মানজনকভাবে অবস্থান করতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার বহু কার্যকর প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যার উদ্দেশ্য নারী সমাজকে শিক্ষিত করে তোলা, আর্থিকভাবে সাবলম্বী করা এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত এক দশকে বেশ কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে—যেমন কন্যাশ্রী,

রূপশ্রী, সবলা, স্বয়ংসিদ্ধা, উত্তরণ ও লক্ষ্মীর ভান্ডার—যেগুলি নারীর ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে বাস্তবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

এই গবেষণার পটভূমিতে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা—একটি ঐতিহাসিক ও জনবহুল জেলা, যেখানে জনসংখ্যার একটি বড় অংশ মুসলিম সমাজভুক্ত এবং শিক্ষার হার রাজ্যের গড়ের তুলনায় কিছুটা কম। এখানে নারী-পুরুষ বৈষম্য, বাল্যবিবাহ, অশিক্ষা, দারিদ্র্য এবং ধর্মীয় রক্ষণশীলতার কারণে নারীরা বহুক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের মূলধারায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। এই পটভূমিতে সরকারী প্রকল্পগুলি নারীর জীবনে কী ধরণের ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে তা বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন নারী যখন শিক্ষিত হন, তখন তিনি কেবল নিজের জীবনেই নয়, তার পরিবারের এবং সমাজের উন্নয়নেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেন। নারী যখন অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হন, তখন সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা বেড়ে যায়। সেইসঙ্গে নারী যদি পরিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারেন, তাহলে সেটি সত্যিকারের ক্ষমতায়ণের সূচনা বলে বিবেচিত হয়।

এই প্রেক্ষাপটে এই গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মুর্শিদাবাদ জেলার মতো একটি সীমান্তবর্তী ও পশ্চাৎপদ অঞ্চলে সরকারী প্রকল্পগুলি নারীদের জীবনে কী প্রভাব ফেলছে তা অনুধাবন করা রাজ্য এবং দেশব্যাপী উন্নয়ন নীতি তৈরির জন্য সহায়ক হতে পারে। সরকারী প্রকল্পের ফলে কীভাবে নারী শিক্ষা, আর্থিক স্বাধীনতা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং সামাজিক মর্যাদার উন্নতি ঘটছে, তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি বাস্তবধর্মী ও তাত্ত্বিক ভিত্তিতে উপসংহার টানা সম্ভব হবে। নারীর ক্ষমতায়ণ কেবলমাত্র একটি নীতি নয়, বরং এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যার মধ্যে শিক্ষা, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণা সেই প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত গতিপ্রকৃতি ও প্রভাবকে অন্বেষণ করার একটি প্রয়াস।

ঐতিহাসিক পটভূমি (Historical Background):

নারীর ক্ষমতায়ণ বলতে বোঝায়—নারীর নিজের জীবনের বিষয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জন, যা শিক্ষা, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। এটি কেবল ব্যক্তিগত মুক্তি নয়, বরং একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ যা নারীর অধিকার, মর্যাদা এবং সমতা প্রতিষ্ঠা করে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে নারীর অবস্থান এক সময় অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন থাকলেও বিভিন্ন যুগে নানা কারণে তা সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত হয়েছে। নিচে ইতিহাসে নারীর ক্ষমতায়ণের বিকাশ ক্রমানুসারে উপস্থাপন করা হলো:

প্রাচীন যুগ (Before 500 BCE – 500 CE)-ভারতের প্রাচীন সভ্যতায় যেমন বৈদিক যুগে, নারীরা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তারা শিক্ষা, ধর্ম, সাহিত্য এমনকি দার্শনিক বিতর্কেও অংশগ্রহণ করতেন। গার্গী, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রা প্রমুখ নারীরা তৎকালীন সমাজে বিদুষী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বৈদিক সাহিত্য, উপনিষদ ও ধর্মশাস্ত্রে নারীর শিক্ষাগ্রহণের অধিকার ও বিবাহে স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

মধ্যযুগ (500 CE – 1700 CE)-মধ্যযুগে সমাজে পিতৃতান্ত্রিক ও ধর্মীয় প্রভাব বেড়ে যাওয়ায় নারীর অধিকার হ্রাস পেতে থাকে। মুসলিম শাসন এবং সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ নারীদের আরও বেশি গৃহকেন্দ্রিক করে তোলে। পর্দা প্রথা, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রভৃতি প্রথা নারীর

সামাজিক অবনমনের পরিচায়ক হয়ে ওঠে। এই যুগে নারী শিক্ষার সুযোগ প্রায় উঠে যায় এবং তারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হন।

ঔপনিবেশিক যুগ ও নবজাগরণ (1700 – 1947)-ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতীয় সমাজে নবজাগরণ সূচিত হয়। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, বেগম রোকেয়া প্রমুখ সমাজ সংস্কারক নারী শিক্ষার পক্ষে আন্দোলন করেন। সতীদাহ নিষিদ্ধকরণ আইন (1829), বিধবা বিবাহ আইন (1856), এবং নারী শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বেগম রোকেয়া তার 'সুলতানার স্বপ্ন'-এ এক নারীবান্ধব কল্পরাজ্যের চিত্র এঁকে নারী জাগরণের বীজ বপন করেন। ১৯১৭ সালে ভারতীয় নারী প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক সমাবেশে অংশ নেয়।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও প্রাক-স্বাধীনতা যুগ (1900 – 1947)-মহাত্মা গান্ধী নারীদের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। কস্তুরবা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, অরুণা আসফ আলি, লক্ষ্মীবাই ইত্যাদি নারীরা রাজনীতির মঞ্চে আসেন এবং তাদের নেতৃত্ব নারীর ক্ষমতায়ণের পথ প্রশস্ত করে। নারী শিক্ষা ও অধিকার সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা গড়ে ওঠে।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগ (1947 – 1990)-ভারতের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা স্বীকৃত হয় (অনুচ্ছেদ 14-16, 39)। ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৬১ সালের ডাউরি নিষিদ্ধকরণ আইন, এবং ১৯৭৬ সালের গর্ভপাত আইন নারীর অধিকার রক্ষার দিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের ভর্তির হার বাড়তে থাকে এবং কর্মসংস্থানে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ে।

১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ ঘোষণা করে এবং নারী অধিকারকে একটি বৈশ্বিক আলোচনার স্তরে নিয়ে আসে। ভারত সরকার ও তৎপরতা বাড়ায় এবং প্রথম জাতীয় নারী নীতি প্রণয়ন করে।

আধুনিক যুগ ও বর্তমান প্রেক্ষাপট (1991 – বর্তমান)-উদারীকরণ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব নারীদের সামনে নতুন দরজা খুলে দেয়। কর্মসংস্থান, শিক্ষা, রাজনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ক্রীড়া—সব ক্ষেত্রে নারীর অগ্রগতি লক্ষ্যণীয়। কেন্দ্রীয় সরকার যেমন 'বেটি বাচাও, বেটি পড়াও', 'উজ্জ্বলা', 'জনধন-লক্ষ্মী-সুরক্ষা' ত্রিফলা প্রকল্প চালু করেছে, তেমনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'কন্যাশ্রী', 'রূপশ্রী', 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে নারীর শিক্ষা ও আর্থিক ক্ষমতায়ণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এই সময় নারীর ক্ষমতায়ণ শুধু উন্নয়ন নীতি নয়, জাতীয় অগ্রগতির অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। রাজনৈতিক সংরক্ষণ (33% পঞ্চায়েত কোটা), ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG), এবং আইনি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নারীর অবস্থানকে আরও মজবুত করেছে।

এইভাবে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর অবস্থান ও অধিকার সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় নীতির প্রভাবে নানা রূপে বদলে গেছে। নারী এখন শুধুমাত্র সহায়ক শক্তি নয়, বরং একজন শক্তিশালী নির্মাতা, পরিকল্পনাকারী এবং নেতৃত্বদাতা হিসেবেও চিহ্নিত হচ্ছেন। ক্ষমতায়ণের এই ধারাবাহিক বিকাশ ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা আজকের গবেষণা ও সমাজবিকাশের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে।

অধ্যায় II

সমপর্যায়ের গবেষণার পর্যালোচনা (REVIEW OF RELATED LITERATURE):

Das, R. (2015) "Emergence and Activities of Self-Help Groups (SHG) – A Great Effort and Implementation for Women's Empowerment as well as Rural Development. A study on Khejuri CD Blocks in Purba Medinipur, West Bengal" এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেছেন। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের গবেষণা এলাকায় নারীর ক্ষমতায়ণের সূচকগুলি খুঁজে বের করা। এই গবেষণার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি ছিল-

- অধ্যয়ন এলাকায় নারীদের উপর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রভাব খুঁজে বের করা।
- পশ্চিমবঙ্গে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা মূল্যায়ন করা।
- পশ্চিমবঙ্গে স্বনির্ভর গোষ্ঠী কর্তৃক গৃহীত আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং পরিবেশগত ক্ষমতায়ণের দিকগুলির অগ্রগতি তদন্ত করা।
- পশ্চিমবঙ্গে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আরও ভালো কার্যকারিতার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া।

প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উভয় তথ্যের সাহায্যে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছিল। তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষক multistage random sampling পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। গবেষণার ফলাফল থেকে জানা গেছে যে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে (SHG) গ্রামীণ নারীদের অংশগ্রহণ তাদের জীবনের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই তাদের ক্ষমতায়ণের উপর আরও

বেশি প্রভাব ফেলেছে। গবেষক গবেষণার ক্ষেত্রে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রভাব জোরদার করার জন্য কিছু পদক্ষেপের পরামর্শও দিয়েছেন। গবেষণার কিছু পরামর্শ:

- পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সহায়ক ভূমিকা পালন করা উচিত।
- গ্রামীণ এলাকায় গোষ্ঠীগুলির নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে এনজিওগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।
- উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের যথাযথভাবে শিক্ষিত করা উচিত।

Hoque, M. (2015) "Empowering Rural Women Through Education: A Study on the Rural Areas of Dhubri District (Assam)" এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। শিক্ষা ক্ষমতায়ণের প্রধান হাতিয়ার কিন্তু আসামে এবং বিশেষ করে ধুবরি জেলায় গ্রামীণ এলাকায় নারীদের শিক্ষার অবস্থা খুবই করুণ। আসামের এই জেলায় নারী জনসংখ্যা এখনও প্রান্তিকতার মধ্যে রয়েছে। বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ:

- গ্রামীণ এলাকার নারীদের ক্ষমতায়ণের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব অধ্যয়ন করা।
- ধুবরি জেলার গ্রামীণ এলাকায় নারী শিক্ষার অবস্থা অধ্যয়ন করা।

গবেষণার ফলাফল:

- আসামে এবং বিশেষ করে ধুবরি জেলায় গ্রামীণ এলাকায় নারীদের শিক্ষার অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক।
- জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ, বিশেষ করে নারীরা তাদের মৌলিক অধিকার এবং সাংবিধানিক অধিকার এবং মানবিক অধিকার, শিক্ষার অধিকার থেকে অনেক দূরে।
- আসামের সমগ্র ধুবরি জেলায় গ্রামীণ এলাকায় নারী শিক্ষার প্রসার খুবই কম।

- আসামের ধুবরি জেলার শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলের মধ্যে সাক্ষরতার হারের মধ্যে বিশাল ব্যবধান রয়েছে।

Das, D.K. & Ray, N. (2016) "Women Empowerment for Promoting Rural Economy in West Bengal: A Study on Pallimangal(A Unit of Ramakrishna Mission in West Bengal) এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন। গবেষণার লক্ষ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের কামারপুকুরে গ্রামীণ পর্যটন অন্বেষণ করা। কামারপুকুরে গ্রামীণ পর্যটন অধ্যয়ন এলাকায় উন্নত জীবনযাত্রার প্রচারের জন্য নারীর ক্ষমতায়ণের একটি কারণ হিসেবে কাজ করে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল অধ্যয়ন এলাকায় পর্যটকদের আগমনের কারণ ব্যাখ্যা করা। অনেক পর্যটক ধর্মীয় উদ্দেশ্যে, বিনোদনমূলক উদ্দেশ্যে অথবা ভ্রমণের জন্য কামারপুকুর যান। কামারপুকুরের পর্যটকরা এই পর্যটন কেন্দ্রের গ্রামীণ অর্থনীতি, জীবনযাত্রা এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের উপর অসাধারণ প্রভাব ফেলেছেন। এই গবেষণাটি মূলত গ্রামীণ পর্যটনের উপর জোর দিয়েছে এবং পল্লীমঙ্গলের কথা উল্লেখ করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে নারীদের ভূমিকা অন্বেষণ করেছে। এই গবেষণাপত্রে পশ্চিমবঙ্গের কামারপুকুরে গ্রামীণ পর্যটনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই গবেষণাপত্রের লেখক সরকার, ব্যাংক,এনজিও এবং অনেক স্বনির্ভর গোষ্ঠী ইত্যাদির দ্বারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন যাতে গ্রামীণ নারীদের অধ্যয়ন এলাকায় পর্যটন সম্পর্কিত কার্যকলাপে উদ্যোগ নিতে উৎসাহিত করা যায়।

Shettar, R. M. (2015) "A Study on Issues and Challenges of Women Empowerment in India" এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেছেন। এই গবেষণাটি

নারী ক্ষমতায়ণের সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জগুলি উল্লেখ করা এবং ভারতে নারী ক্ষমতায়ণের অবস্থা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে। গবেষণার উদ্দেশ্যগুলি ছিল:

- ভারতে নারী ক্ষমতায়ণের প্রয়োজনীয়তাগুলি খুঁজে বের করা।
- নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ণের কারণগুলি ব্যাখ্যা করা।
- ভারতে নারী ক্ষমতায়ণ উন্নয়নের জন্য সরকারী পরিকল্পনাগুলি অধ্যয়ন করা।
- নারী ক্ষমতায়ণের পথে বাধাগুলি চিহ্নিত করা।
- ভারতে নারী ক্ষমতায়ণ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য দরকারী পরামর্শ দেওয়া।

এই গবেষণায় বেশ কয়েকটি প্রতিবন্ধকতা আলোচনা করা হয়েছে যা ভারতে নারীর অধিকারের সমস্যাগুলিকে জর্জরিত করছে-

- ❖ নারী ক্ষমতায়ণের প্রথম চ্যালেঞ্জে শিক্ষা। উচ্চশিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য, কর্মসংস্থানে নারীদের উপর প্রভাব ফেলে। নারীর ক্ষমতায়ণের জন্য শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
- ❖ নিরক্ষরতা দূরীকরণের মতোই আমাদের দেশে দারিদ্র্য দূরীকরণও একটি জাতীয় লক্ষ্য হওয়া উচিত। দারিদ্র্যের কারণে নারীরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পিছিয়ে থাকে।
- ❖ একটি দেশে নারীর ক্ষমতায়ণে সহায়তা করার ক্ষেত্রে নারীর স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
- ❖ আমাদের দেশে নারীর ক্ষমতায়ণের আরেকটি বাধা হলো পেশাগত বৈষম্য।
- ❖ স্বাস্থ্য এবং পুষ্টিতে লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে নারীদের মৃত্যুহার বেশি, যা তাদের জনসংখ্যা হ্রাস করছে।

গবেষণার প্রধান ফলাফল:

- যদিও বিশ্বায়ন এবং উদারীকরণ নারী জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশকে কিছুটা সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু এখনও ভারতে এমন কিছু ক্ষেত্র ছিল যেখানে নারীর ক্ষমতায়ণের ব্যাপক অভাব রয়েছে।
- দেশের পুরুষ জনসংখ্যার মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন।
- নারীর ক্ষমতায়ণের জন্য দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ অত্যন্ত জরুরি।
- নারীর ক্ষমতায়ণের জন্য তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি প্রয়োজন।
- একটি টেকসই বিশ্ব গঠনের জন্য, নারীর ক্ষমতায়ণ হল সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ।

Awan, A. G, (2015) "Determinants of Women Empowerment: A Case Study of District D. G. Khan" এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ:

- গবেষণা এলাকায় নারীর সামাজিক অবস্থার বিভিন্ন দিক খুঁজে বের করা।
- ডেরা গাজী খান জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারী ক্ষমতায়ণের নির্ধারক গুলি খুঁজে বের করা।

ডি.জি. খান জেলা থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি Random sampling নেওয়া হয়েছিল। ১৪ থেকে ৭০ বছর বয়সী নারীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। তথ্য সংগ্রহের জন্য উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রশ্নাবলী তৈরি করা হয়েছিল। নারী ক্ষমতায়ণের প্রভাব পরিমাপ করার জন্য একটি সূচক তৈরি করা হয়েছিল। এই গবেষণার ফলাফল দেখায় যে, একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারী ক্ষমতায়ণের জন্য কিছু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যেমন পরিবারের শিক্ষা, নারীর

অধিকার সম্পর্কে ইসলামিক শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা। গবেষণা এলাকায় নারী ক্ষমতায়ণের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এগুলিই ছিল কারণ বা নির্ধারক। ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, নারীর ক্ষমতায়ণের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে, যেমন গণমাধ্যমে নারীর প্রবেশাধিকার, নারীদের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকা, জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জন, ভ্রমণের সুযোগ ইত্যাদি। গ্রামীণ নারীদের তুলনায় শহরের নারীরা বেশি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য বেশি ক্ষমতায়িত। তাই, একটি উন্নত জাতি গড়ে তোলার জন্য নারীদের সমান সুযোগ দিতে হবে।

এই গবেষণায় কিছু সুপারিশ:

- নারীর প্রতি সকল ধরণের বৈষম্য দূরীকরণ।
- শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণের জন্য অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ গঠন।
- দেশে নারীর আইনি অধিকারের প্রচার।
- প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচলিত রীতিনীতি, দুর্বল পরিবহন সুবিধা, দূরপাল্লার স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্বাস্থ্যসেবার অভাব উন্নত করতে হবে।
- নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দক্ষতা মুলক প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ও কারিগরি কোর্স প্রদান করা।
- নারীর সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় চাহিদা অনুযায়ী অধিকারের প্রকৃত চিত্র প্রচারের জন্য সরকার, এনজিও, গণমাধ্যম, শিক্ষাবিদ এবং অংশীদারদের সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন।

Paul, G. K., Sarkar, D. C., & Naznin, S. (2016) "Present Situation of Women Empowerment in Bangladesh" এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেছেন।

গবেষণার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ণের প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি এবং বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ণের উপর প্রভাব বিস্তারকারী কারণগুলি বিশ্লেষণ এবং আলোচনা করা। গবেষণায় ২০০৭ সালের বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে (বিডিএইচএস) থেকে নেওয়া তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। ক্ষমতায়ণের স্তর মূল্যায়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়ণ সূচক তৈরি করা হয়েছিল।

গবেষণার ফলাফল:

- নারীর ক্ষমতায়ন দুটি মাত্রায় পরিমাপ করা হয়। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সূচক (EDMI) এবং গৃহস্থালী সিদ্ধান্ত গ্রহণ সূচক (HDMI)। EDMI-এর গড় মান HDMI-এর চেয়ে বেশি, যা প্রমাণ করে যে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তুলনায় বাংলাদেশের নারীরা পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কম ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- বাংলাদেশের উচ্চ বয়স্ক নারীদের তুলনায় নিম্ন বয়স্ক নারীরা কম ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- পরিবারের প্রধান নারীদের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- বাংলাদেশের শহুরে মুসলিম নারীরা গ্রামীণ নারীদের তুলনায় অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বেশি ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন। কারণ শহরাঞ্চলের বেশিরভাগ মুসলিম নারী ছিলেন কর্মজীবী নারী। গ্রামীণ নারীদের তুলনায় তারা অর্থনৈতিকভাবে বেশি স্থিতিশীল ছিলেন।
- বাংলাদেশের যেসব নারী উপার্জন করেন, তারা তাদের প্রতিপক্ষের তুলনায় অর্থনৈতিকভাবে বেশি ক্ষমতায়িত ছিলেন।

Mahbub, S. (2016) “Higher Education in Women Empowerment in Bangladesh: A Comparative Study on Jahangirnagar and Dhaka University”

এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল নারী ক্ষমতায়ণে উচ্চশিক্ষার প্রভাব চিহ্নিত করা। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি ছিল নিম্নরূপ:

- নারী ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব খুঁজে বের করা।
- নারী ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনুষদের প্রভাব খুঁজে বের করা।

গবেষণার ফলাফল:

- মেয়েদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা পরিবার থেকে প্রসারিত হওয়া উচিত। পিতামাতার উচিত কন্যাশিশুদের সিদ্ধান্তকে সম্মান করা।
- উচ্চশিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ উন্নত করা উচিত। বাড়িতে কন্যাশিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে পরিবারের সচেতন হওয়া উচিত।
- নারীদের জন্য উচ্চশিক্ষার উন্নয়নের জন্য সরকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।
- সরকার এবং এনজিওগুলির উচিত নারীদের উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি, কর্মশালা, সেমিনার আয়োজন করা।
- যোগ্য নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদানের জন্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে।

গবেষণা প্রশ্ন (Research Questions):

গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণে নিম্নলিখিত মূল গবেষণা প্রশ্নসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সরকারী প্রকল্পের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা ব্লক ও বহরমপুর পৌরসভায় নারীর শিক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ণের বর্তমান পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার জন্য সহায়ক হবে।

গবেষণা প্রশ্ন:

- লালগোলা (Rural) ও বহরমপুর (urban)এ বর্তমানে কোন কোন নারী-কেন্দ্রিক সরকারী প্রকল্প সক্রিয় রয়েছে?
- এই প্রকল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য ও কাঠামো কী?
- প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে প্রশাসনিক বা সামাজিক চ্যালেঞ্জ কী কী?
- কন্যাশ্রী, রূপশ্রী বা শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পের ফলে স্কুলে ভর্তির হার কতটা বেড়েছে?
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার কেমন এবং ড্রপআউট রেট কমেছে কিনা?
- শিক্ষার গুণগতমান (টিচার-স্টুডেন্ট রেশিও, পাঠ্যক্রমে অংশগ্রহণ, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি) কেমন উন্নত হয়েছে?
- SHG বা অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে কতজন নারী উপার্জনের সুযোগ পেয়েছেন?
- কতজন নারী নিজস্ব আয় বা ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিযুক্ত?
- ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, মোবাইল ব্যাংকিং, সরকারী ভাতা গ্রহণে নারীরা কতটা সক্ষম?

গবেষণার বিবৃতিকরণ (Statement of the problem):

নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়ণ আজকের সামাজিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। যদিও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার নারীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক প্রকল্প প্রণয়ন করেছে, তথাপি মুর্শিদাবাদ জেলার মত পিছিয়ে পড়া জেলাগুলিতে এই প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা ও প্রভাব এখনও প্রশ্নসাপেক্ষ। লালগোলা ও বহরমপুর দুটি এলাকায় অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে। এই গবেষণায় মূলত সরকারী প্রকল্পসমূহ নারীদের জীবনে কী

ধরনের শিক্ষাগত ও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে, তা বিশ্লেষণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই উদ্দেশ্য পরিচালিত গবেষণা **"পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার সরকারী প্রকল্পের প্রেক্ষাপটে নারীর শিক্ষা, ক্ষমতায়ণ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা"**

গবেষণার সীমাবদ্ধকরণ (Delimitation of the Study):

গবেষণার ভৌগোলিক ক্ষেত্র হিসেবে শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলার দুটি অঞ্চল—লালগোলা (গ্রামীণ) ও বহরমপুর (নগর)—নির্বাচিত হয়েছে। এই দুটি এলাকায় সরকারী প্রকল্পের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট এবং নারীদের শিক্ষাগত ও আর্থ-সামাজিক পার্থক্য বিশ্লেষণের জন্য উপযুক্ত। গবেষণার লক্ষ্য গোষ্ঠী নারী হলেও শুধুমাত্র এই জেলায় বসবাসকারী ৪০০ জন নারীকে (২০০ গ্রামীণ + ২০০ শহর) নমুনা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য সমূহ (Research Objectives):

১. মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা ব্লক ও বহরমপুর পৌরসভা নারীদের জন্য চালু থাকা সরকারী প্রকল্পসমূহ (যেমন কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, SHG, শিক্ষাবৃত্তি, রেশন ও স্বাস্থ্য প্রকল্প) চিহ্নিত করা ও বিশ্লেষণ করা।

২. এই প্রকল্পসমূহ নারীদের শিক্ষাগত অগ্রগতির উপর কী প্রভাব ফেলেছে তা নির্ণয় করা – যেমন স্কুলে ভর্তির হার, মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক পাশের হার, ড্রপআউট রেট, শিক্ষার গুণমান ইত্যাদি।

৩. নারীদের আয়ের উৎস, কর্মসংস্থানের সুযোগ, নিজস্ব উপার্জনের সক্ষমতা, ব্যাংক লেনদেন এবং স্বনির্ভরতা – এই বিষয়ে সরকারী প্রকল্পসমূহ কতটা সহায়ক হয়েছে তা পর্যালোচনা করা।

৪. নারীর সামাজিক ক্ষমতায়ণের সূচক – যেমন পারিবারিক সিদ্ধান্তগ্রহণ, ভোটাধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ভূমিকা ইত্যাদি – সূচকগুলির উপর প্রকল্পগুলোর প্রভাব বিশ্লেষণ করা।

৫. লালগোলা ও বহরমপুর এলাকার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা – কোন এলাকায় কোন প্রকল্প বেশি কার্যকর, এবং কোন স্তরে উন্নয়নের ব্যবধান রয়ে গেছে।

অধ্যায় III

গবেষণা পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালী (RESEARCH METHOD AND PROCEDURE):

পদ্ধতি (Method):

এই গবেষণায় মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা (গ্রামীণ এলাকা) ও বহরমপুর (শহর এলাকার) নারীদের শিক্ষাগত ও আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ণে সরকারী প্রকল্পসমূহের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণাটি বর্ণনামূলক, তুলনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতির ভিত্তিতে গঠিত। গবেষণার কাঠামো নির্ধারিত হয়েছে গুণগত ও পরিমাণগত পদ্ধতির সমন্বয়ে।

গবেষণায় মোট ৪০০ জন নারী অংশগ্রহণ করেছেন (প্রতিটি স্থান থেকে ২০০ জন করে)।নমুনা নির্বাচনের জন্য purposive sampling পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে গঠনমূলক প্রশ্নগুচ্ছ, যার মধ্যে চারটি মাত্রা – শিক্ষাগত, আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ণ – অন্তর্ভুক্ত ছিল।

জনসংখ্যা ও নমুনা : নমুনা হিসেবে মোট ৪০০ জন নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাদের দুই স্থান থেকে সমান সংখ্যায় নেওয়া হয়েছে:

জেলা	**গ্রাম/শহর**	**এলাকাগুলোর নাম**	**প্রতি এলাকায় নারী সংখ্যা**	**মোট নারী সংখ্যা**	**তথ্য সংগ্রহের সময়**
মুর্শিদাবাদ	লালগোলা (গ্রাম)	পাহাড়পুর, পুস্তমপুর, বাখরপুর, চিন্তামণি	৫০ × ৪	২০০	অক্টোবর২০২৩
মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর (শহর)	খাগড়া বাজার, গোরা বাজার, কাশিমবাজার, দয়া নগর	৫০ × ৪	২০০	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মোট				**৪০০**	

নমুনা নির্বাচনের পদ্ধতি (Sampling Technique):

গবেষণায় **বহুস্তরীয় (Multistage Sampling)** পদ্ধতি গৃহীত হয়:

1. **প্রথম ধাপ:** ব্লক নির্বাচন – লালগোলা (গ্রামীণ) ও বহরমপুর (শহর)
2. **দ্বিতীয় ধাপ:** প্রত্যেক এলাকার মধ্যে চারটি গ্রাম বা শহর অঞ্চল নির্বাচন
3. **তৃতীয় ধাপ:** নির্বাচিত এলাকা থেকে purpossive পদ্ধতিতে সরকারী প্রকল্পে যুক্ত নারীদের নির্বাচন

চলরাশি সমূহ

এই -ব্যবহৃত চলরাশি সমূহ মূলত দুই ধরনের – স্বাধীন চলরাশি(Independent Variables) এবং নির্ভরশীল চলরাশি (Dependent Variables)। গবেষণার লক্ষ্য অনুযায়ী, এসব চলরাশি নারীর শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ণের উপর সরকারী প্রকল্পসমূহের প্রভাব নিরূপণ করতে ব্যবহৃত হয়েছে।

ক্র.	**চলরাশির নাম**	**বিবরণ**
১	সরকারী প্রকল্পে অংশগ্রহণ	কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, শিক্ষাবৃত্তি, SHG ইত্যাদি
২	বসবাসের এলাকা	গ্রামীণ (লালগোলা) / শহরাঞ্চল (বহরমপুর)
৩	বয়স	১৫–২৫, ২৬–৩৫, ৩৬–৪৫ বছর
৪	শিক্ষার স্তর	প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর
৫	বৈবাহিক অবস্থা	বিবাহিত, অবিবাহিত, বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত
৬	পরিবারের মাসিক আয়	৫০০০ টাকার কম / ৫০০১–১০০০০ / ১০০০১–১৫০০০ / ১৫০০০-এর বেশি
৭	উপার্জনকারী সদস্যের সংখ্যা	পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা নির্দেশ করে

নির্ভরশীল চলরাশি(Dependent Variables):

ক্র.	চলরাশির নাম	ব্যাখ্যা
১	শিক্ষাগত অগ্রগতি	ভর্তি হার, পাশের হার, ড্রপআউট রেট, শিক্ষার গুণগতমান
২	আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ণ	আয় ও উপার্জনের উৎস, ব্যাংক লেনদেন, ক্ষুদ্র ঋণ, স্বনির্ভরতা
৩	সামাজিক ক্ষমতায়ণ	পারিবারিক সিদ্ধান্ত, বিবাহের স্বাধীনতা, ভোটাধিকার, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ
৪	বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে অংশগ্রহণ	সচেতনতা, কার্যকরী ভূমিকা
৫	সরকারী প্রকল্পের কার্যকারিতা সম্পর্কে মত	কোন প্রকল্প সর্বাধিক সহায়ক, তথ্য প্রাপ্তির অবস্থা, ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা

তথ্য সংগ্রহের সরঞ্জাম (Tools of Data Collection)

এই গবেষণার উদ্দেশ্যপূরণে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি যাচাইকৃত প্রশ্নপত্র (Validated Questionnaire) ব্যবহার করা হয়েছে, যা নারীর শিক্ষাগত, আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ণ সংক্রান্ত চারটি প্রধান মাত্রার উপর ভিত্তি করে গঠিত।

সরঞ্জামের নাম	বিবরণ
যাচাইকৃত প্রশ্নপত্র	নারীর ক্ষমতায়ণ বিষয়ক প্রাথমিক ও বিশ্লেষণাত্মক তথ্য সংগ্রহে ব্যবহৃত
স্কেল স্কোরিং পদ্ধতি	প্রতিটি বিবৃতিতে স্কোর নির্ধারণ (ধনাত্মক ও ঋণাত্মক অনুযায়ী)
স্কেল মাত্রা	১.শিক্ষাগত ২.আর্থিক ৩.সামাজিক ৪. রাজনৈতিক
স্কোরিং রেঞ্জ	সর্বোচ্চ: ৩০, সর্বনিম্ন: ১০ (প্রতিটি মাত্রায়)
যাচাইকরণ ও নির্ভরযোগ্যতা	Content validity, Pilot test, Cronbach's Alpha (α = 0.84) দ্বারা যাচাইকৃত

তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি:

- Microsoft Excel ও SPSS সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

- স্কোরিং স্কেল অনুসারে গড়, মান বিচ্যুতি, শতকরা হার নির্ধারণ করা হয়েছে।

- বার গ্রাফ ও টেবিলের মাধ্যমে উপস্থাপনা করা হয়েছে।

অধ্যায় IV

তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা (DATA ANALYSIS AND INTERPRETATION):

তথ্যের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা পর্বে গবেষণার মূল প্রশ্ন ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী সংগৃহীত তথ্যসমূহকে পরিসংখ্যান ও গুণগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লালগোলা ও বহরমপুর অঞ্চলের নারীদের উপর পরিচালিত সমীক্ষার ভিত্তিতে সরকারী প্রকল্পগুলোর সচেতনতা, অংশগ্রহণের মাত্রা, এবং প্রকল্পসমূহ নারীর শিক্ষাগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ণে কতটা কার্যকর ভূমিকা রেখেছে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শিক্ষাগত সূচকসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায়, বহরমপুরে স্কুলে ভর্তি, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশের হার এবং শিক্ষার গুণমান লালগোলার তুলনায় বেশি। কন্যাশ্রী ও শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প শহরাঞ্চলে বেশি কার্যকর, যেখানে গ্রামীণ অঞ্চলে সচেতনতার অভাব ও আর্থিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

তবে, গ্রামীণ এলাকায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সক্রিয়তা বেশি, যা নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলছে। এই পার্থক্যগুলির পর্যালোচনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, উন্নয়নের ক্ষেত্রভেদে সরকারী প্রকল্পগুলির সাফল্যের মাত্রা ভিন্ন।

নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ণের বিশ্লেষণে দেখা যায়, বহরমপুরে চাকরি ও ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জনের হার বেশি, যেখানে লালগোলায় কৃষিকাজে নারীর অংশগ্রহণ বেশি। নিজস্ব উপার্জনে সক্ষম নারীর হার শহরে বেশি হলেও, গ্রামে SHG এর মাধ্যমে নারীরা অর্থনৈতিকভাবে ক্রমশ স্বাবলম্বী হচ্ছেন।

SHG থেকে ঋণ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির হার গ্রামে বেশি, যা গ্রামীণ নারীদের আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যাংকে নিজে লেনদেন করার ক্ষেত্রে শহরের নারীরা বেশি আত্মবিশ্বাসী।

এই সমস্ত সূচক পর্যালোচনা করে বলা যায়, শহরে আর্থিক সাক্ষরতা ও চাকরির সুযোগ বেশি থাকলেও গ্রামে প্রকল্পভিত্তিক আর্থিক উদ্যোগ নারীর ক্ষমতায়ণের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে।সামাজিক ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলের নারীরা পারিবারিক সিদ্ধান্তগ্রহণ, ভোটাধিকার, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে তুলনামূলকভাবে বেশি সক্রিয়। গ্রামে সচেতনতা থাকলেও সক্রিয় অংশগ্রহণের হার কম।

কন্যাশ্রী ও রূপশ্রী প্রকল্প নারীর বিবাহসংক্রান্ত সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলেছে, স্বাস্থ্যসাথী ও ASHA প্রকল্প স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে।

তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, শহরাঞ্চলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রকল্প বেশি কার্যকর, যেখানে গ্রামে SHG ও রেশন প্রকল্প বেশি প্রভাব ফেলেছে। উন্নয়নের ব্যবধান দূর করতে গ্রামে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শহরে আত্মকর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণালব্ধ তথ্য নারী ক্ষমতায়ণের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি বাস্তবসম্মত দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

অধ্যায় V

সারাংশ ও আলোচনা (SUMMARY AND DISCUSSION):

প্রকল্পের প্রভাব বিশ্লেষণ

এই গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা ও বহরমপুর এলাকার নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ণে সরকারী প্রকল্পসমূহের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কন্যাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে স্কুলছুট মেয়েদের সংখ্যা কমেছে এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত টিকে থাকার হার বেড়েছে, বিশেষত শহরাঞ্চলে এর ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্যণীয়। রূপশ্রী প্রকল্প বাল্যবিবাহ রোধে সহায়ক হয়েছে এবং পরিবারের আর্থিক চাপে নারীদের অপরিণত বয়সে বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। এতে নারীদের সামাজিক মর্যাদা ও আত্মপরিচয় স্পষ্ট হয়েছে।

SHG ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ণ

গ্রামীণ এলাকায়, বিশেষ করে লালগোলা ব্লকে, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG) নারীদের আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। SHG-এর সদস্যরা ক্ষুদ্রঋণ, সঞ্চয়, প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে আয় করতে সক্ষম হচ্ছেন। তারা ব্যাংকিং ও সরকারী প্রকল্পে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছেন। গবেষণায় দেখা গেছে, SHG সদস্যদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্বের দক্ষতা এবং পারিবারিক সিদ্ধান্তে সক্রিয় অংশগ্রহণ বেড়েছে, যা নারীর সামাজিক ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি।

সার্বিক বিশ্লেষণ ও শিক্ষাগত সহায়তা

গবেষণায় আরও দেখা যায়, সরকারী শিক্ষাবৃত্তি, রেশন ও স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের জন্য খাদ্যনিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবার গ্যারান্টি প্রদান করেছে। এসব প্রকল্প নারী শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সহায়ক হয়েছে। যদিও শহর ও গ্রামে বাস্তবায়ণের মাত্রা ভিন্ন, তথাপি এসব প্রকল্প নারীর সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে সম্মিলিতভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। গবেষণার আলোকে বলা যায়, সরকারী প্রকল্পগুলোর সুফল নারীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এক সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ করেছে।

গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল (Findings of the Study):

এই গবেষণায় মুর্শিদাবাদ জেলার দুটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে—লালগোলা (গ্রামীণ) ও বহরমপুর (শহরাঞ্চল)—নারীদের শিক্ষা, আর্থিক স্বনির্ভরতা ও সামাজিক সিদ্ধান্তগ্রহণে সরকারী প্রকল্পগুলির বাস্তব প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, কন্যাশ্রী প্রকল্প কিশোরীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে এবং বাল্যবিবাহ রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। বহরমপুরে এই প্রকল্পের আওতায় মেয়েদের অংশগ্রহণ ৮০ শতাংশ, যা বিদ্যালয়ে টিকে থাকার হার বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। লালগোলাতেও প্রায় ৭৫ শতাংশ কন্যাশ্রী সুবিধাভোগী পাওয়া গেছে, যদিও সেখানে সামাজিক বাধা ও শিক্ষার সুযোগ সীমিত। রূপশ্রী প্রকল্পের প্রভাব আর্থিক দুর্বল পরিবারের বিবাহযোগ্য মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা গেছে, বিশেষ করে যেখানে পরিবার ১৮ বছর বয়সের পরে মেয়ের বিবাহ দেয়ার বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছে।

SHG বা স্বনির্ভর গোষ্ঠী নারীদের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সক্রিয় হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। লালগোলা ব্লকে প্রায় ৬৫ শতাংশ নারী SHG-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে হাঁস-মুরগি পালন, সেলাই কাজ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে আয় করছেন। বহরমপুরে SHG-এর সদস্যসংখ্যা কিছুটা কম (৪৮ শতাংশ) হলেও সেখানে ব্যাংকিং সুবিধা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ বেশি। রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে লালগোলায় ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ নারী খাদ্যসুরক্ষা নিশ্চিত করেছেন, যেখানে বহরমপুরে এই হার ৭৫ শতাংশ। ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির হার দুই এলাকাতেই বেশি—লালগোলায় ৮৫ শতাংশ ও বহরমপুরে ৯২ শতাংশ। তবে ডিজিটাল লেনদেনে পারদর্শিতার ক্ষেত্রে বহরমপুর এগিয়ে (৫৫ শতাংশ), যেখানে লালগোলায় তা মাত্র ৩০ শতাংশ।

শিক্ষাক্ষেত্রে বহরমপুরের নারীরা তুলনামূলকভাবে এগিয়ে, যেখানে মাধ্যমিক উত্তীর্ণের হার ৭২ শতাংশ এবং উচ্চমাধ্যমিক ৬০ শতাংশ। লালগোলায় তা যথাক্রমে ৬৫ ও ৪৮ শতাংশ। শিক্ষার গুণমানের ক্ষেত্রে বহরমপুরের নারীদের গড় ফিডব্যাক ৭.২/১০, যেখানে লালগোলায় তা ৬.৫/১০। দুই অঞ্চলের মধ্যে ড্রপআউটের হারও ভিন্ন—লালগোলায় ৩৫ শতাংশ ও বহরমপুরে ২৫ শতাংশ। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতার হারে শহরাঞ্চল এগিয়ে—৩৬ শতাংশ নারীর মতে, সরকারী প্রকল্পের কারণে পরিবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছে; অন্যদিকে গ্রামীণ এলাকায় এই হার ২৮ শতাংশ।

সবশেষে, গবেষণার আলোকে বলা যায়, অঞ্চলভেদে বাস্তবায়নের পার্থক্য থাকলেও কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, SHG, রেশন ও স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পগুলি নারীর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন স্তরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তবে প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা, প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ, প্রশাসনিক জটিলতা

হ্রাস এবং সামাজিক মনোভাব পরিবর্তন এই প্রকল্পগুলোর প্রকৃত সফলতা অর্জনের পূর্বশর্ত। গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়েছে যে, সরকারী প্রকল্পসমূহ যদি বাস্তব প্রয়োগের পর্যায়ে সঠিকভাবে পৌঁছায় এবং নারীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, তবে তা শুধু ব্যক্তি নয়, বরং সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে।

আলোচনা (Discussion):

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার দুটি ভিন্ন প্রশাসনিক অঞ্চল—লালগোলা (গ্রামীণ) ও বহরমপুর (শহরাঞ্চল)—এর প্রেক্ষাপটে সরকারী প্রকল্পসমূহ যেমন কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG), শিক্ষাবৃত্তি এবং রেশন ব্যবস্থার প্রভাব নারীর ক্ষমতায়ণ, শিক্ষাগত অগ্রগতি, আর্থিক স্বনির্ভরতা ও সামাজিক অবস্থানের উপর কতটা কার্যকর হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করা। এই গবেষণায় তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অঞ্চলভেদে প্রকল্পগুলোর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা উন্মোচিত হয়েছে, যা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় সহায়ক হতে পারে।

প্রথমত, শিক্ষাগত ক্ষমতায়ণের দিক থেকে বহরমপুরের মেয়েরা তুলনামূলকভাবে এগিয়ে রয়েছে। এখানে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণের হার, স্কুলে নিয়মিত উপস্থিতি এবং শিক্ষাবৃত্তি গ্রহণের হার লালগোলার তুলনায় বেশি। শহরাঞ্চলে টিউশন সুবিধা, ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থার সহজলভ্যতা, অভিভাবকদের সচেতনতা এবং স্কুল অবকাঠামো ভালো হওয়ায় শিক্ষার মান উন্নত হয়েছে। অপরদিকে, লালগোলার ক্ষেত্রে সামাজিক কুসংস্কার, অভাবনীয় প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো, আর্থিক দুর্বলতা ও অভিভাবকদের সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি মেয়েদের শিক্ষাগত অগ্রগতিকে

বাধাগ্রস্ত করছে। কন্যাশ্রী ও শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প কিছুটা সহায়ক হলেও, তা শহরের মতো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত, আর্থিক স্বনির্ভরতা ও আয়ের ক্ষেত্রে লালগোলা ব্লকে SHG প্রকল্পের মাধ্যমে নারীরা হাঁস-মুরগি পালন, হস্তশিল্প, কৃষিকাজ ও ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবহারে নিজেদের আয়ের পথ তৈরি করেছেন। এতে অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরাঞ্চলে নারীরা ক্ষুদ্র ব্যবসা, সেলাই-কাটিং, প্রাইভেট চাকরি, অনলাইন লেনদেন ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজেদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলছেন। বহরমপুরে আধুনিক ব্যাঙ্কিং অ্যাক্সেস এবং ডিজিটাল লেনদেনের সুবিধা গ্রামীণ এলাকার তুলনায় অনেক বেশি উন্নত হওয়ার, ফলে নারীরা আর্থিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বেশি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন।

তৃতীয়ত, সামাজিক ক্ষমতায়ণের সূচকে দেখা যায়, উভয় অঞ্চলের নারীরা ভোটাধিকার প্রয়োগ, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করছেন। তবে পরিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিবাহ সংক্রান্ত মতামত প্রদান এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে শহরাঞ্চলের নারীরা তুলনামূলকভাবে অধিকতর সক্রিয়। কন্যাশ্রী প্রকল্পের ফলে মেয়েদের মধ্যে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু সরাসরি প্রতিরোধমূলক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এখনও সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। লালগোলায় সমাজের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো এখনো নারীর মতামত ও সিদ্ধান্তকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেয় না, যেখানে বহরমপুরে কিছুটা স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের জায়গা তৈরি হয়েছে।

চতুর্থত, প্রকল্প বাস্তবায়ণের কাঠামো শহরাঞ্চলে তুলনামূলকভাবে উন্নত। বহরমপুরে সরকারী প্রকল্পগুলোর প্রচার, মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের সক্রিয়তা, অনলাইন অ্যাক্সেস, তথ্য আপডেট ও

উপভোক্তাদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে সুশৃঙ্খল। প্রকল্পের সফলতা অনেকাংশে এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে। অপরদিকে, লালগোলায় সচেতনতা থাকা সত্ত্বেও প্রশিক্ষণের অভাব, ডিজিটাল বিভাজন, প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা এবং প্রশাসনিক দুর্বলতা প্রকল্প বাস্তবায়ণের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে।

এই বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সরকারী প্রকল্পসমূহ নারীর সামগ্রিক ক্ষমতায়ণে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করছে, তবে এর কার্যকারিতা অঞ্চলভেদে ভিন্নতর। একটি সমন্বিত ও লক্ষ্যভিত্তিক প্রয়াসের মাধ্যমে এসব প্রকল্পের কাঠামোগত দুর্বলতা দূর করা সম্ভব হলে নারীর টেকসই উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ণ আরও দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে।

ক্ষেত্র	**লালগোলা**	**বহরমপুর**
শিক্ষাগত উন্নয়ন	সীমিত অগ্রগতি	উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি
অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা	SHG ও কৃষি-নির্ভর	চাকরি ও ক্ষুদ্র ব্যবসা-নির্ভর
সামাজিক ক্ষমতায়ণ	সীমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ	বেশি স্বাধীনতা ও সচেতনতা
প্রকল্প বাস্তবায়ণের গতি	মাঝারি	অধিক সংগঠিত ও প্রযুক্তিনির্ভর

এই গবেষণার আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সরকারী প্রকল্পসমূহ নারীর ক্ষমতায়ণে গুরুত্বপূর্ণ হলেও স্থানভিত্তিক বাস্তবতা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যকারিতা ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। বহরমপুরে প্রযুক্তি, শিক্ষা ও প্রশাসনিক সংহততা থাকায় প্রকল্পগুলি সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। লালগোলায় আরও কার্যকর মনিটরিং, প্রশিক্ষণ ও সম্পদ বরাদ্দ প্রয়োজন।

উপসংহার (Conclusion):

এই গবেষণায় মুর্শিদাবাদ জেলার দুটি পৃথক প্রশাসনিক অঞ্চল—লালগোলা ও বহরমপুর—এ নারীর ক্ষমতায়ণে বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পের প্রভাব বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, প্রকল্পসমূহ যেমন কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, SHG, রেশন এবং শিক্ষাবৃত্তি, নারীদের শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পথকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে। কন্যাশ্রী ও শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পে অংশগ্রহণের ফলে মেয়েদের বিদ্যালয়ে থাকার হার বেড়েছে এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষত শহরাঞ্চলে। আর্থিক দিক থেকে SHG-এর মাধ্যমে লালগোলার গ্রামীণ নারীরা হস্তশিল্প, পশুপালন ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় যুক্ত হয়ে স্বনির্ভরতার পথে অগ্রসর হচ্ছেন, অন্যদিকে বহরমপুরের নারীরা ডিজিটাল লেনদেন, চাকরি ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে বেশি সক্রিয়। সামাজিক ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে—নারীরা এখন আরও বেশি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করছেন, পরিবারে সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছেন এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে মতপ্রকাশ করছেন, যদিও এই সচেতনতার স্তর অঞ্চলভেদে ভিন্ন। বহরমপুরে শহুরে পরিবেশ ও পরিকাঠামোগত সুবিধার কারণে নারীদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ তুলনামূলকভাবে বেশি, যেখানে লালগোলায় অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা, তথ্যের অভাব ও সামাজিক রক্ষণশীলতা এখনও একটি চ্যালেঞ্জ। গবেষণার আলোকে স্পষ্ট হয়েছে, সরকারী প্রকল্পসমূহ যদি স্থানভিত্তিক বাস্তবতা অনুযায়ী কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়, তবে তা শুধু নারীদের ব্যক্তিগত অগ্রগতিই নয়, সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। অতএব, ভবিষ্যতের নীতিগত পরিকল্পনায় নারীবান্ধব প্রকল্পগুলির উন্নত রূপায়ণ ও তদারকি নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক, যাতে প্রতিটি নারী তার অধিকার, মর্যাদা ও সম্ভাবনার পূর্ণ বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যেতে পারেন।

এই গবেষণাটি মুর্শিদাবাদ জেলার দুটি প্রশাসনিক এলাকা—লালগোলা ও বহরমপুর—এর প্রেক্ষিতে নারীর ক্ষমতায়ণে সরকারী প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা পরিমাপ ও বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছে। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে কন্যাশ্রী ও রূপশ্রী প্রকল্প কিশোরীদের শিক্ষায় ধরে রাখা ও বাল্যবিবাহ রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে; SHG-এর মাধ্যমে নারীরা আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠেছেন এবং স্বাস্থ্যসাথী, রেশন ও শিক্ষাবৃত্তির মতো প্রকল্প মৌলিক পরিষেবা নিশ্চিত করতে সহায়ক হয়েছে। তুলনামূলকভাবে, বহরমপুরে শহুরে সুবিধার কারণে প্রকল্প ব্যবহারের সক্ষমতা বেশি, যেখানে স্বাস্থ্যসেবা ও ডিজিটাল সিস্টেমে অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে লালগোলায় SHG কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীরা আয়ের উৎস তৈরি করেছেন, তবে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবহার এখনো তুলনামূলকভাবে সীমিত। গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে নারীরা কেবলমাত্র সুবিধাভোগী নয়, বরং তারা নিজস্ব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণেও আগ্রহী ও সচেতন হয়ে উঠেছেন, যদিও সামাজিক বিধিনিষেধ ও পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা এখনো বড় চ্যালেঞ্জ। এই প্রেক্ষাপটে গবেষণাটি সুপারিশ করে যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডিজিটাল সচেতনতা বৃদ্ধি, SHG-র জন্য আর্থিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণ, শিক্ষার্থীদের জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা এবং নারীর উন্নয়নে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। গবেষণার উপসংহার নির্দেশ করে যে, প্রকল্পগুলো নারীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক হলেও প্রকৃত ক্ষমতায়ণের জন্য প্রয়োজন সুসংগঠিত প্রশাসনিক কাঠামো, সামাজিক সচেতনতা এবং নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য নারী-কেন্দ্রিক পরিকল্পনা। ভবিষ্যতে এই গবেষণা নীতিনির্ধারক ও সমাজকর্মীদের জন্য কার্যকর রেফারেন্স হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Study):

এই গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল, যা গবেষণার ব্যপ্তি, নির্ভুলতা ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে কিছুটা প্রভাবিত করেছে। প্রথমত, ভৌগোলিক সীমারেখার কারণে গবেষণা শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা ও বহরমপুর এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, ফলে জেলার বা রাজ্যের সামগ্রিক নারীর ক্ষমতায়ণের চিত্র সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়নি। দ্বিতীয়ত, গবেষণায় ৪০০ জন নারীর নমুনা নির্বাচিত হলেও সমাজের আরও বৈচিত্র্যময় শ্রেণী, জাতি ও ধর্মভিত্তিক অংশগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত করলে আরও গভীর ও বহুমাত্রিক ফলাফল পাওয়া যেত।

তৃতীয়ত, অনেক তথ্য ছিল অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল, যা কখনও কখনও আবেগপ্রবণ বা পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে। ফলে প্রকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছে। পঞ্চমত, সরকারী প্রকল্প সম্পর্কিত অনেক নথিপত্র, যেমন প্রকল্প বাস্তবায়ণের নির্ভুল পরিসংখ্যান, প্রাপ্তির হার, আর্থিক ব্যয় ইত্যাদির সীমিত প্রাপ্যতা বিশ্লেষণকে জটিল করে তোলে। ষষ্ঠত, কোভিড-১৯ পরবর্তী সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি গবেষণার সময়কালীন তথ্য সংগ্রহে কিছুটা বাধা সৃষ্টি করে, যার ফলে উত্তরদাতাদের মধ্যে অস্থায়ী চাপ বা ব্যতিক্রমী প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে।

তবুও, এই সীমাবদ্ধতাগুলোর মধ্যেও গবেষণাটি তথ্যনির্ভর এবং ক্ষেত্রভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ণে সরকারী প্রকল্পগুলোর বাস্তবতা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। ভবিষ্যতের গবেষণায় বৃহত্তর নমুনা, অধিক সময় এবং গভীরতর তথ্যসূত্র অন্তর্ভুক্ত করে আরও প্রসারিত ও প্রভাববিস্তারী বিশ্লেষণ সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য পরামর্শ (Suggestions for Further Study):

ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক চিহ্নিত করা যায়, যা নারীর ক্ষমতায়ণ সংক্রান্ত প্রকল্পগুলির আরও গভীর বিশ্লেষণে সহায়ক হবে। প্রথমত, অঞ্চল সম্প্রসারণের মাধ্যমে অন্যান্য ব্লক, জেলা ও রাজ্যের প্রেক্ষাপটে তুলনামূলক গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে, যাতে প্রকল্পের প্রভাবের ভিন্নতা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি প্রকল্পকে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, SHG বা স্বাস্থ্যসাথীর বাস্তব প্রভাব, দুর্বলতা ও সফলতা নিরূপণ করা যাবে।

তৃতীয়ত, ভবিষ্যতের গবেষণায় পরিবারের পুরুষ সদস্যদের মতামত ও ভূমিকা অন্তর্ভুক্ত করলে নারীর ক্ষমতায়ণের প্রেক্ষিতে সমাজের মানসিকতা ও পারিবারিক সমর্থনের প্রকৃত অবস্থা বোঝা যাবে। চতুর্থত, শিক্ষাগত ও আর্থিক পরিবর্তনের মধ্যেকার সম্পর্ক গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করে বোঝা যাবে কোন প্রকল্প নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ণে কার্যকর হয়েছে। পঞ্চমত, ডিজিটাল প্রযুক্তি ও অনলাইন ব্যবস্থার ব্যবহার এবং ডিজিটাল সাক্ষরতার মাত্রা পর্যালোচনা করে নারীর প্রকল্প ব্যবহারের সুযোগ ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা যাবে।

অবশেষে, ইন-ডেপথ ইন্টারভিউ, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD), এবং Ethnographic পদ্ধতির মাধ্যমে নারীর অভিজ্ঞতামূলক বর্ণনা সংগ্রহ করলে তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক অবস্থানের বাস্তবচিত্র ফুটে উঠবে। এই সব দিক বিবেচনা করে ভবিষ্যতের গবেষণায় একাধিক মাত্রায় গভীর ও টেকসই বিশ্লেষণ সম্ভব হবে, যা নীতিনির্ধারণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কার্যকর ভিত্তি গঠন করবে।